



বিদেশে আলোচিত পরিচালকদের নির্মাণ

দেশের নির্মাতাদের কাজ দেশের গভীরে বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎসবে ব্যাপকভাবে আলোচনা হয়। তাদের নির্মাণ নিয়ে প্রশংসা করেন দেশ-বিদেশের বরেণ্য ব্যক্তিরা। ২০২৪ সালে আমাদের দেশের তরঙ্গ নির্মাতাদের বেশকিছু কাজ প্রশংসা কুড়িয়েছে পৃথিবীর নানা দেশে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার লাভ করার পাশাপাশি নির্বাচিত হয়েছে সিনেমাগুলো। এবারের আয়োজনে সেই নির্মাণ ও নির্মাতার কথা জানাবো।



৪৬তম মঙ্গ্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আসিফ ইসলামের ‘নির্বাণ’

এবছরের ১৯ এপ্রিল থেকে ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ৪৬তম মঙ্গ্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এটি বিশ্বের পুরানো চলচ্চিত্র উৎসবের একটি। ৪৬তম মঙ্গ্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (এমআইএফফ) স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড পায় আসিফ ইসলামের ‘নির্বাণ’ সিনেমা। এতে নির্মাতা আসিফ ইসলাম ও সিনেমার অভিনেত্রী প্রিয়াম অর্চি অংশ নেন। আসিফ ইসলাম একজন স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা। ২০২২ সালে সিনেমাটির কাজ শুরু করেন তিনি। সিনেমাটির

লেখক ও সহপ্রযোজক আনোয়ার হোসেনকে নিয়ে ২০২২ সালে ছবিটি নির্মাণে হাত দেন আসিফ ইসলাম। এক কারখানার তিন কর্মীর যাপিত জীবনকে ‘নির্বাণ’ সিনেমায় তুলে ধরেছেন নির্মাতা। ছবিটি সাদা-কালো, কোনো সংলাপ নেই। শুরুতে সিনেমার চিত্রনাট্য ছিল ছোট। ৮৫ মিনিট দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রটি সংলাপ বিহীন। সিনেমার ভাষায় যাকে বলা হয় সাইলেন্ট ফিল্ম। শুধু একটি আইডিয়া ছিল তাদের। তার সঙ্গে ছিলেন সিনেমার লেখক। দুজন একসঙ্গে শুটিংয়েও ছিলেন। দিনের পর দিন তারা সংলাপহীন এই সিনেমা দাঁড় করিয়েছেন। সিনেমায় মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রিয়াম অর্চি। এছাড়াও তিনজন অভিনয়শিল্পী অভিনয় করেছেন ফাতেমা তুজ জেহরা, ইমরান মাহাথির ও সতেজ চৌধুরী। সিনেমায় ঝুতুর একটা প্রভাব রয়েছে। শীতকালে গাজীপুরে শুটিং করা হয় এবং সুনামগঞ্জের হাওড়ে বর্ষাকালে শুটিং করা হয়। গাজীপুরের একটা ট্রাঙ্কফর্মার ফ্যাট্টারিতে সিংহভাগ শুটিং করা হয়। সম্পূর্ণ ন্যাচারাল লাইটে সিনেমার শুটিং করা হয়। সিনেমাটি তৈরি করতে সময় লেগেছে পাঁকা দুই বছর। এক বছর সময় গিয়েছে সিনেমার শুটিং করতে।



‘শিকলবাহা’র প্রিয়ার ২৬তম সাংহাই চলচ্চিত্র উৎসবে

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের নাম বিশ্ব মধ্যে যারা পরিচিত করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম কামার আহমেদ সাইমন। সম্প্রতি সাইমন নির্মিত ‘শিকলবাহা’ সিনেমার প্রিয়ার হয়েছে চীনের ২৬তম সাংহাই ফিল্ম আর্ট সেন্টারে। ১৪ জুন থেকে ২৩ জুন এশিয়ার এই বৃহৎ চলচ্চিত্র উৎসবের আসর বসে চীনে। উৎসবে বিশ্বের ১০৫টি দেশ থেকে ৩,৭০০টির বেশি সিনেমা

প্রতিযোগিতার জন্য জমা পড়ে। এর মধ্যে বাছাই করা ১৪টি সাংহাইয়ের মূল প্রতিযোগিতা বিভাগ ‘গোড়েন গবলেট’-এ মনোনীত হয়েছিল। ওই ১৪টির মধ্যে ‘শিকলবাহা’ একটি। সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফৌজিয়া করিম অগু। ইউরোপের চলচ্চিত্র প্রযোজন সংস্থা জার্মানির উইডেম্যান ট্রোস ও বাংলাদেশের স্টুডিও বিগিংয়ের মৌখিত্য প্রযোজনায় ‘শিকলবাহা’ নির্মাণ করা হয়েছে। ‘শিকলবাহা’ পর্দায় আনতে প্রায় দশ বছর সময় লেগেছে পরিচলাকের। চিন্টান্ট্য লেখার পর তা নিয়ে কাজ শুরু না করে গত এক দশকে আরও তিনটি সিনেমা তৈরি করেছেন নির্মাতা কামার আহমেদ সাইমন। ‘শিকলবাহা’ কামার আহমেদ সাইমনের লেখা প্রথম ক্রিপ্ট।



রাজীব প্রযোজিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ৬৩তম কান উৎসবে

৬৩তম কান উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন দেশের স্বনামধন্য নির্মাতা-প্রযোজক আদনান আল রাজীব। কানের সমাত্রাল বিভাগ ‘ক্রিটিকস উইক’-এর ৬৩তম আসরে প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয় আদনান আল রাজীব প্রযোজিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘র্যাডিক্যালস’। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি আদনান আল রাজীবের সাথে সহ-প্রযোজন করেন তানভীর হোসেন এবং ডমিনিক ওয়েলিনস্কি। ‘র্যাডিক্যালস’ ফিলিপাইনের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। এটি পরিচালনা করেছেন আরভিন বেলারমিনো। ফিলিপাইনের সংকৃত মোরগ-নাচের একটি প্রতিযোগিতা ঘিরে তৈরি হয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি। গল্পে দেখা যাবে, একটি মোরগ-ন্যূত্যদলের আনাড়ি এক তরুণ বাজে নাচের কারণে উপহাসের মুখে পড়ে। একের পর এক অঙ্গুত ঘটনার সম্মুখীন হয়ে সে বুবাতে পারে দলটি তাদের দুর্বলতাকে কীভাবে উত্তরে উঠবে। এতে অভিনয় করেছেন টিমোথি কাস্টিলো, রস পেসিগ্যান, এলোরা এসপানো। ২১ মে কান ক্রিটিকস উইকে ছবিটি প্রিমিয়ার হয়। দুই

হাজারের বেশি জমা পড়া স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র থেকে ক্রিটিকস ইউকে ‘র্যাডিক্যালস’ সহ মোট ১৩টি চলচ্চিত্র নির্বাচিত হয়।



‘ফাতিমা’ সিনেমা ইরানে পুরস্কার জয় করেছে

ইরানের তেহরানে অনুষ্ঠিত হয় ৪২তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ‘ফজর’। ইরানের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবের এটি। উৎসবের পর্দা উঠে ৬ ফেব্রুয়ারি ও পর্দা নামে ১১ ফেব্রুয়ারি। পরিচালক ফ্রেব হাসান ‘ফাতিমা’ নামের একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন তা জানা যায় ইরানের ফজর চলচ্চিত্র উৎসবে ইস্টার্ন ভিস্তা কম্পিউটিশন বিভাগে মনোনীত হওয়ার পর। ছবিটি ইরানের সেই উৎসবে পুরস্কারও জিতে নেয়। ৪২তম ফজর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য ক্রিস্টাল সিমোর্গ অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন তাসিনিয়া ফারিন। ২৪ মে বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় সিনেমাটি। সিনেমাটির গল্প আবর্তিত হয়েছে ফাতিমা ও সুবর্ণা নামে দুই মেয়ের জর্নি নিয়ে। এক নারীর সংগ্রামের গল্প। পরিবার ছেড়ে ঢাকা শহরে একটি মেয়ের নতুন করে জীবন শুরু করার সংগ্রাম নিয়ে গল্প। সিনেমায় ফারিন অভিনয় করেছেন ফাতিমা চারিত্রে। নির্যাতিত এক নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতে আসা এক অভিনেত্রীর প্রেমিকের নির্যাতিত হওয়া এবং তার ফরিয়দ না শোনার গল্প ‘ফাতিমা’ সিনেমা। আট বছর আগে শুটিং শুরু হওয়া প্রথমে ‘দাহকাল’ নামকরণ করা হলেও শেষমেশ ‘ফাতিমা’ নামে চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। ছবিতে প্রসাদের চরিত্রে ইয়াশ রোহান, ফাতিমার শুভাকাঙ্ক্ষী ও রুমেটের চরিত্রে আয়শা মনিকা এবং কর্পোরেট এজেন্সির বস আনোয়ারের ভূমিকায় অভিনয় করেন পাছ কানাই। সিনেমায় ‘চিরকুট’ ব্যাডের শারমিন সুলতানা সুমী

গেয়েছেন একটি, অন্যটিতে কষ্ট দিয়েছেন সোমনুর মনির কোলাল। সিনেমাটি নির্মাণ করতে আট বছর সময় লাগে নির্মাতার। অর্থ সংকটের কারণে সিনেমাটি নির্মাণ করতে বেগ পেতে হয়। অবশেষে সিনেমাটি মুক্তি পায়।

ইকবাল হোসাইন চৌধুরী ‘বলী’

২০২৩ সালে ইকবাল হোসাইন চৌধুরীর নির্মিত ‘বলী’ সিনেমা ২৮তম বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অংশগ্রহণ করে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর বুসান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে চলচ্চিত্রটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং উৎসবের সমাপনী দিনে নিউ কারেন্টস বিভাগে পুরস্কার অর্জন করে। ইকবাল হোসাইন চৌধুরীর হাত ধরেই বাংলাদেশের সিনেমাটি প্রথমবার বুসান উৎসবের নিউ কারেন্টস বিভাগে পুরস্কার জিতেছে। এ বছর চীনের সাংহাই চলচ্চিত্র উৎসবের প্রদর্শিত হয়েছে ‘বলী’। উৎসবের ইন্টারন্যাশনাল প্যানোরামা শাখায় অংশ নেয় ছবিটি। ২০২০-২১ অর্ধবছরে সরকারি অনুদানের ছবি ‘বলী’ (দ্য রেসলার)। ছবিটির প্রযোজক পিপল্যু আর খান। সহপ্রযোজক হিসেবে আছেন সাইফুল আজিম ও গাউসুল আলম শাওন। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী জৰুরারের বলী খেলার প্রেক্ষাপাত্রে নির্মিত ‘বলী’র গল্প মধ্যবয়সী মজুকে কেন্দ্র করে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাসির উদ্দিন খান। সাগরপাড়ের এক খ্যাপাতে জেলের চরিত্রে দেখা গেছে তাকে। এছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন একেএম ইতমাম, এঙ্গেল নূর, পিয়ম অর্চি। সিনেমার শুটিং করা হয় বাঁশখালী সমুদ্রসৈকতে।

